মুসলিম সমাজে উপনিবেশিক কালে নারী শিক্ষা

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষে হিন্দুদের শিক্ষা বিস্তারে সরকারি তরফে যতটা ভূমিকা দেখা যায় মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষা বিস্তারে ইংরেজ শাসনের সেরকম ভূমিকা দেখা যায় না।মুসলিম পুরুষরাই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিলেন,তাই মুসলিম স্ত্রীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্ব উপলব্ধি করেনি মুসলিম সমাজ।এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমান শাসকদের পরাজিত করে সুতরাং সমগ্র মুসলিম সমাজ প্রথম থেকেই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রতি বিরূপ ছিল। **১৮৭০** সালে **স্যার সৈয়দ আহমেদ** প্রতিষ্ঠিত **মহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ** এর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রথম মুসলিম সমাজ আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

বাংলা ও বিহার এর ক্ষেত্রে **নবাব আব্দুল লতিফ** শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন।হুগলির **হাজী মোহাম্মদ মহাসিন** যে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করেন তারাই মূলত মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু এই সাংগঠনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মেয়েদের কোন স্থানে ছিল না।উপরন্তু পর্দাপ্রথার কঠোরতার জন্য মেয়েদের বিদ্যালয় প্রেরণ করার কথা কল্পনা করা হতো না।পর্দানশীন মুসলিম মহিলারা গৃহে শিক্ষা লাভ করতেন এবং সাধারণত তা ছিল ধর্মীয় শিক্ষা।স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক যুগে মিশনারীদের স্কুলগুলিতে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে এগিয়ে এসেছিল। উচ্চবর্ণ ভদ্রসমাজের হিন্দু ও মুসলমানের মেয়েরা কিন্তু এই স্কুলগুলিতে যেত না।

মুসলিম পরিবারেই শিক্ষিত মহিলার মধ্যে থেকেই এমন কয়েকজন মহিলার আবির্ভাব ঘটে যারা নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্ন তোলেন এবং কঠোর পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। যেমন **তাহের নাসা ফয়জুন্নেসা**

চৌধুরানী,(১৮৩৪-১৯০৩) করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬) ইত্যাদি।জমিদার মুন্নুজান এর মৃত্যুর পর তার জমিদারি আয় থেকে খুলনার কয়রায় মেয়েদের স্কুল খোলা হয়। ১২৭১বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসের *বামাবোধিনী* পত্রিকায় তাহেরুন্নেসার চিঠি প্রকাশিত হয় তাতে মেয়েদের বিবাহের দুঃখ , বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে মন্তব্য ব্যক্ত হয়েছে। তাহেরুন্নেসা প্রথম মুসলিম বাঙালি নারী গদ্য লেখক হিসেবে পরিগণিত হন।কুমিল্লা জেলার অন্তঃপুরবাসিনী ফয়জুন্নেসা নিজের চেষ্টায় কঠোর পর্দার মধ্যে বাংলা ইংরেজি ফারসি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন।ব্রাহ্ম কালীচরণ দাসের সহায়তায় তিনি একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে একটি বোর্ডিং সহ তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং মেয়েদের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা তিনি করেন।

রংপুরে সম্ভ্রান্ত পরিবারে করিমুন্নেসা খানম সবার অজ্ঞাতে ভাইদের পড়াশুনা করতে দেখে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখেন।বিবাহের পর করিমুন্নেসা দেবরদের সাহায্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি রোকেয়ার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন এবং রোকেয়ার প্রাথমিক শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার প্রথম প্রেরণাদাতাও ছিলেন তিনি।

মুসলমান মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভে প্রথম সুযোগ ঘটে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের উদ্যোগে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় এর মাধ্যমে।এর আগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিছু মুসলমান মেয়ে লেখাপড়া শিখলে তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম।বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে কিছু মুসলিম মেয়ে , ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য বিদ্যালয়ের বোডিংয়ে থাকতেন।এই বিদ্যালয় থেকে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে **সোফিয়া কাজী** এন্ট্রান্স পাস করার পর বেথুন কলেজে বিএ পাস করেন।সোফিয়া কাজীই সে যুগের প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন ও কর্ম ক্ষেত্রে কৃতিত্ব

অর্জন করেন।তবে পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় উনবিংশ শতকের শেষভাগে মুসলিম শিক্ষিত মহিলার যে শিক্ষার হার ছিল, বিংশ শতকের প্রথম দিকে শিক্ষার হার অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় এবং প্রচুর মুসলিম মহিলা ইংরেজি শিক্ষা লাভ করতে শুরু করেন। মুসলিম মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজি শিক্ষা এ বিষয়টিও সচেতনতা সঙ্গে দেখা হয়।

আব্দুল মজিদ , মৌলভী ফজলুল করিম প্রমুখ প্রতিবাদী যুবকরা **ঢাকা মুসলমান সম্মেলনে** প্রতিষ্ঠা করেন **১৮৮৩** খ্রিস্টাব্দে।তারা নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতা বিষয়ে উদাহরণ প্রচার করেন ও মুসলিম মেয়েদের জন্য অন্তঃপুর শিক্ষা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।এছাড়া বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী সমাজসেবী নানাভাবে নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের বিষয়ে সচেতনতা জাগ্রত করতে থাকেন।নারীকে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা অবরোধে অন্তপুরের বন্দি করে রাখা যে বিরাট অন্যায় এ বিষয়ে সকলেই মত প্রকাশ করেন। কবি মোজাম্মেল হক ,লেখক নজিবুর রহমান্ ,মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী , কবি এমদাদ আলী প্রমূখ আরো অনেকে নারী শিক্ষা ও নারী জাগরণের বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন।বেগম রোকিয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীশিক্ষা নারী জাগরন বিষয়ে অবিরাম তীব্র লেখনী চালানো ছাড়াও বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ,বিদ্যালয়ের ক্রমিক উন্নতি এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রচার ইত্যাদি সাহায্যে মুসলমান নারী জাগরণ কে বহুদূর অগ্রসর করেন। এই সমস্ত কিছুর প্রভাবে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মুসলমান নারী সমাজ উচ্চশিক্ষা গ্রহণে অধিক সংখ্যায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। এবং বাংলার বুকে মুসলিম সমাজের নারীদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক পৌঁছায়।